দৈনিক বাংলা

27

তারিখ 25-AUG 1996
পৃঃ ৫ কলাম ২

বেসরকারী স্কুলে সরকারী বেতন

মাঝে মাঝে পত্রিকায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর জানা যায় যে কবে পর্যন্ত এই শিক্ষকেরা তাদের পুরো বেতন পাবেন। কারণ আজকাল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সিংহভাগ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হয়।

সাধারণ অর্থে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কোন প্রয়োজন থাকার কথা নয়। কারণ মাসের বেতন মাসেই পাওয়ার কথা। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিমাসে ১,২ তারিখের মধ্যেই বেতন হয়। এবং সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের একটি অংশ দেয়া হয় বলে বরাদ্দ টাকাও প্রতিমাসে নিয়মিত পাওয়ারই কথা। কিন্তু তেমনটি ঘটে না। মাসের বেতন কোনদিনই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত পান না। তাই তাদের এ বেতনের জন্য প্রতিমাসে অপেক্ষা করতে হয়। পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে প্রধান শিক্ষককে ব্যাংকে ছুটতে হয়। ব্যাংক থেকে টাকা এনে শিক্ষকদের মধ্যে বন্টন করতে হয়।

এ পরিস্থিতি নিয়ে অনেক আলোচনা এবং দেন-দরবার হয়েছে। এককালে এ বেতন তিন মাস পর পর দেয়া হত। অর্থাৎ শিক্ষক-কর্মচারীদের তিন মাস পর পর বেতনের সরকারী অংশ পেতে হত। পরবর্তীকালে এ নিয়ে শিক্ষক ধর্মঘট হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিমাসেই শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ নিয়মিত দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ সিদ্ধান্ত কোনদিন কার্যকর হয়নি। এ পর্যন্ত গত জুন-জুলাইয়ের বেতন শিক্ষকদের হাতে পৌছেনি।

কেন পৌছেনি এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত জবাব হয়ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আছে। কিন্তু এটাও সত্য যে বেতন না পাওয়ায় শিক্ষকদের কষ্ট হয়েছে এবং তারা এও জানেনা যে সত্যি সত্যি তারা কবে বেতনের এই অংশটুকু পাবেন।

আমাদের কথা হচ্ছে-এ টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আছে। এ টাকা শিক্ষকদের দিতেই হবে। তা হলে এ ব্যাপারে বিলম্ব করে লাভ কি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ড মাসে মাসে চলতে পারলে এ কাজটি চলছে না কেন। আর এই বেতন দিতে বিলম্ব হওয়ায় দেখা যাচ্ছে-যেমন টাকা দিয়েও সরকার সুনাম কিনতে পারছেন না তেমনি নিয়মিত বেতন না হওয়ায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক বা কর্মচারীকে এ ব্যাপারে দৌড়-ঝাপ করার জন্য স্থায়ীভাবে প্রস্তুত রাখতে হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার আর অন্য কোন কাজ করার অবকাশ থাকছে না। অপরদিকে প্রতিমাসেই শিক্ষক-কর্মচারীদের এ বেতনের প্রতীক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

অথচ কাজটি খুব কঠিন নয়। সঠিকভাবে উদ্যোগ নিলে প্রতিমাসেই এ বেতন দেয়া সম্ভব। তবুও কেন এ ব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছেনা তা বুঝে উঠা মুশকিল। আশা করা অন্যায় হবে না যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের শিক্ষকদের ২/৩ মাসের বেতন না পেয়ে বেঁচে থাকা যে কত কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়।